* জলবায়ু পরিস্থিতিঃ কম বা ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে চা বাগানের জন্য জলবায়ু প্রতিকূল হলে তা চা উৎপাদন এবং চা শিল্পের শ্রমিকদের জীবনকে প্রভাবিত করে মারাত্মক সমস্যা তৈরি করে।
* কীটপতঙ্গের সমস্যাঃ ব্যাকটেরিয়াল ব্ল্যাক স্পট এমন একটি রোগ যা চা পাতা ছড়িয়ে দেয় এবং নষ্ট করে দেয়। উত্তর-পূর্ব চা এস্টেটগুলি একটি বাগ দ্বারা ছড়িয়ে পড়া এই ধরনের রোগের প্রবণ এবং এটি এমন একটি সমস্যা যা চা শিল্পকে প্রভাবিত করে।
* শ্রমিকদের জন্য কম মজুরিঃ যেহেতু আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের মূল্য আদায় খুব কম হয় এবং পিক মরশুমে অস্থায়ী শ্রমিক ব্যবহার করা হয়, তাই সাধারণত চা শিল্পের শ্রমিকদের মজুরি খুব কম হয়। এর ফলে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অনাহারে থেকে ইন্ডাস্ট্রি ছেড়ে চলে যান।
* গুণমানের অবনতিঃ যেহেতু গুণমানের উন্নতির জন্য নয়, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গুরুত্ব দেওয়া হয়, তাই গুণমানের যত্ন না নিলে উচ্চতর স্বাদের জন্য পরিচিত ভারতীয় চা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার বাজার হারাতে পারে।

**চা শিল্পের প্রসারে সরকারি উদ্যোগঃ**

* অসম সরকার অসম চা শিল্পে বিশেষ প্রণোদনা প্রকল্প চালু করেছে।
* এটিআইএসআইএস-এর লক্ষ্য হল চা বাগানগুলিতে প্রণোদনা প্রসারিত করে রাজ্যে গোঁড়া বা বিশেষ ধরনের চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি করা।
* এই প্রকল্পটি তিন বছরের জন্য প্রযোজ্য।
* এই প্রকল্পের আওতায় সরকার বার্ষিক কার্যকরী মূলধন ঋণের উপর 3% সুদের ছাড় প্রদান করবে। 20 লক্ষ টাকা।

**কফি শিল্প**

চা-এর পর কফি হল ভারতে দ্বিতীয় সর্বাধিক ব্যবহৃত পানীয় ফসল। ভারত এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম কফি উৎপাদক ও রপ্তানিকারক দেশ। এটি বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম কফি উৎপাদক এবং পঞ্চম বৃহত্তম কফি রপ্তানিকারক। ভারতীয় কফি বিশ্বের সেরা উৎপাদিত কফি হিসাবে পরিচিত। ভারতের 80% কফি রপ্তানি করা হয়। ভারতে উৎপাদিত কফির দুটি বিখ্যাত প্রজাতি হল অ্যারাবিকা এবং রোবাস্টা।

**কফি চাষের জন্য অবস্থানগত কারণঃ**

* কফি চাষের জন্য গরম এবং আর্দ্র জলবায়ু তাপমাত্রা প্রয়োজন।
* কফি চাষের তাপমাত্রা 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে পরিবর্তিত হয়।
* চাষের জন্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 150 সেন্টিমিটার থেকে 250 সেন্টিমিটারের মধ্যে পরিবর্তিত হয়।
* তুষারপাত, তুষারপাত, উচ্চ তাপমাত্রা কফি ফসলের জন্য ক্ষতিকর।
* সূর্যের প্রবল রশ্মি এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ফসলের উপর প্রভাব ফেলতে পারে।
* যথেষ্ট পরিমাণে হিউমাস এবং আয়রন ও ক্যালসিয়ামযুক্ত খনিজসমৃদ্ধ মাটি কফি চাষের জন্য ভালো।

**বিতরণঃ**

ভারত বিশ্বের প্রায় 2.5% কফি উৎপাদন করে প্রায় একই শতাংশ কফি চাষে। সুতরাং ব্রাজিল (25%), কলম্বিয়া (15%) এবং ইন্দোনেশিয়া (7%) এর তুলনায় ভারত কফি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নগণ্য।

কফি অ্যারাবিকা এবং কফি রোবাস্টা ভারতে উৎপাদিত কফির দুটি প্রধান জাত যা কফির অধীনে যথাক্রমে 49% এবং 51% এলাকা দখল করে।

সীমাবদ্ধ কৃষি-জলবায়ু পরিস্থিতি নীলগিরির আশেপাশের পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে গঠিত দক্ষিণ ভারতের ছোট ছোট অঞ্চলে কফি চাষকে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য করেছে। কর্ণাটক, কেরালা এবং তামিলনাড়ু-এই তিনটি রাজ্যই প্রায় পুরো উৎপাদন ভাগ করে নেয়।

* **কর্ণাটকঃ** কোডাগু, চিকমাগালুর, শিমোগা, হাসান এবং মহীশূর।
* **কেরলঃ** কোঝিকোড়, ওয়ানাড়, মালাপ্পুরম, কোল্লাম, কান্নুর এবং পালাক্কাড় হল প্রধান উৎপাদনশীল জেলা।
* **তামিলনাড়ুঃ**নীলগিরি জেলা, মাদুরাই, তিরুনেলভেলি, সালেম এবং কোয়েম্বাটোর।

কর্ণাটক হল ভারতের বৃহত্তম উৎপাদক, যা ভারতের মোট কফি উৎপাদনের প্রায় 70% এবং কফির আওতাধীন এলাকার 60%। কেরল হল দ্বিতীয় বৃহত্তম কফি উৎপাদক, কিন্তু দেশের মোট উৎপাদনের মাত্র 23.27 শতাংশের জন্য দায়ী। তামিলনাড়ু হল তৃতীয় বৃহত্তম উৎপাদক যেখানে ভারতের 6 শতাংশ কফি উৎপাদিত হয়।

**অন্যান্য এলাকাঃ**

মহারাষ্ট্রের সাতারা ও রত্নগিরি জেলায়ও কিছু কফি চাষ করা হয়। উপজাতি উন্নয়নের জাতীয় নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মতো অপ্রচলিত অঞ্চলে কফি চাষকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

**চ্যালেঞ্জঃ**

* চরম আবহাওয়ার ঘটনাঃ কফি উৎপাদনকারী দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি গত চার বছরে বেশ কয়েকটি চরম আবহাওয়ার ঘটনার সাক্ষী হয়েছে। বর্ষাকালে শুষ্ক আবহাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি বৃদ্ধি পেয়েছে, যার ফলে বর্ষা এবং খরার ঘাটতি দেখা দেয়। বৃষ্টিপাতের ঘাটতি এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে দেশে কফি উৎপাদন কমেছে। চরম আবহাওয়ার ঘটনা